আলমডাঙ্গায় জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারী গ্রামের মনিরুজ্জামান মনির বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির কাছে সাড়ে ৮ লাখ টাকা পাওনা করে জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই ব্যক্তি আদালতে মামলা দায়ের করায় মনিরুজ্জামান মনির তাকে হুমকি দিচ্ছে অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

নাগদাহ ইউনিয়নের বারোঘরিয়া গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে ওহিদুল ইসলাম তার নিজ গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে লিখিত এ সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০১০ সালের ৪ নভেম্বর তিনি বারোঘরিয়া গ্রামের আব্দুল বারি গংয়ের কাছ থেকে ঘোলদাড়ি বাজারে ৯ শতক জমি দলিলমুলে ক্রয় করেন।

গত ৩ বছর আগে ওই জমি থেকে সাড়ে ৪ শতক জমি তিনি ভেদামারী গ্রামের মৃত আকমান মোল্লার ছেলে মনিরুজ্জামান মনির কাছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। মনিরুজ্জামান মনি ওই জমি ভূমি অফিসে নাম পত্তন করতে গেলে জটিলতার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে দলিল বাতিল হয়ে যায়।

ওহিদুল ইসলাম টাকা নিয়েও জমি বিক্রি করতে না পারায় ৩ মাস পর মূল মালিকদের কাছে থেকে পূনরায় সাড়ে ৪ শতক জমি মনিরুজ্জামানকে রেজিস্ট্রি করে দেন। জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়ার পরও মনিরুজ্জামান তাদের কাছে টাকা পাবে দাবী করে নানা টালবাহানা শুরু করে।

গত ২০ দিন আগে তিনি সালিশ সভার কথা বলে ওহিদুল ইসলামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুদে-আসলে সাড়ে ৮ লাখ টাকা পাবে দাবী করে জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে টিপ সহি নেওয়ার ঘটনায় ওহিদুল ইসলাম আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

এমতাবস্থায় মনিরুজ্জামান মনির তাকে নানাভাবে হয়রানি ও প্রাণনাশের

হুমকি দিচ্ছে দাবী করে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছেন ভুক্তভোগী ওহিদুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ দোকান মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২ দোকান মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলার আব্দুল হান্নানের ছেলে আনারুল ইসলাম নকল সার প্যাকেজিং করে বিক্রয় আসছে।

মঙ্গলবার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে আলমসাধু যোগে প্যাকেজিং সার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বের হচ্ছিলো।

এসময় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর হাতে নাতে সার ভর্তি আলমসাধু আটক করে। পরে সার দোকান মালিক আনারুলকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। আলমসাধু ভর্তি সার জব্দ করে।

এদিকে, হাটবোয়ালিয়া বাজারে দবির উদ্দিনের ছেলে রিশান উদ্দীন ভ্যারাটিজ মালামালের ব্যবসা করে। একই দোকানে সার ঔষধের ব্যবসা করায় তাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে আইন-শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন শৃঙ্খলা,সন্ত্রাস ও নাশকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সেলিম আহমেদ এর সভাপতিত্বে আইন-শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, পৌর মেয়র ফারুক হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ জামিনুর রশিদ, থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রহিম মোল্লা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমা খাতুন, জোড়াদহ ইউপি চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম বাবু মিয়া,কাপাশাটিয়া শরাফত দৌলা ঝন্টু, তাহেরহুদা মুনজুর রাশেদ,দৌলতপুর আবুল কালাম আজাদ, রঘুনাথপুর বসির উদ্দিন, চাঁদপুর কামাল হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামাল হোসাইন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার কুন্ডু, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বেল্লাল হোসেন, নির্বাচন কর্মকর্তা নূর উল্লাহ, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা রিনা খাতুন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক সহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তর প্রধান প্রমূখ।

সভায় আইন-শৃঙ্খলা,সন্ত্রাস ও নাশকতাসহ বিভিন্ন বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জীবননগরের হাসাদাহ মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জীবননগরের উপজেলার হাসাদাহে তানিয়া খাতুন ও তার বাবা মতিয়ার রহমানের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা জন্য এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে এ প্রতিবাদ আয়োজন করা হয়।

ভুক্তভূগী তারানিবাস গ্রামের সাজেদুল ইসলাম তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, কাটাপোল গ্রামের মতিয়ার রহমানের মেয়ে তানিয়া খাতুন ইতেপূর্বে ঢাকায় খালেকের ছেলে ওয়াদুদের সাথে ২১ সালে ফ্রেরুয়ারী মাসে এভিডেভিড করে বিয়ে করে। সেখান থেকে কৌশলে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে চলে আসে।

তার কিছুদিন পরে তারানিবাস গ্রামের মুক্তার হোসেনের ছেলে রাশেদুল সাথে এভিডেভিড মাধ্যমে ৭ লক্ষ টাকার কৌশলে প্রতারনা ফাদে ফেলে মামলা করেন তানিয়া খাতুন।

এসময় ওয়াদুদের পক্ষে তার স্ত্রী মর্জিনা খাতুন ও রাশেদুল ইসলামের পক্ষে তার ছোট ভাই সাজেদুল ইসলাম যৌথ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিপি দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় বিপি দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল এর ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী ও বিপি (ব্যাডেন পাওয়েল) দিবস উপলক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গায় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে র্যালিটি শেষ হয়। র্যালি শেষে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ, কে, এম সাইফুর রশিদের সভাপতিত্বে র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

ব্যাডেন পাওয়েল পূর্ণ নাম রবার্ট স্টিভেন্সন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। স্কাউটদের মাঝে তিনি বি.পি. এবং গিলওয়েলের ব্যাডেন পাওয়েল নামেও সমাধিক পরিচিত। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তাও ছিলেন। এই দিনকে বিপি দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ জাহিদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের স্কাউটস লিডার মোঃ আব্দুর মুকিত জোয়ার্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু নাসির, সহকারি কমিশনার (সংগঠন) উবাইদুল ইসলাম তুহিন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মাকসুদুর রহমান, এমদাদ হোসেন, মুনজুর আহমেদ, হেলেনা নাসরীন, মারুফা ইয়াছমিন,শরিফুল ইসলাম, আহম্মেদ আলী,মোঃ কবির সাজ্জাদ মামুন, মোঃ বসীর আহম্মেদসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত রোভার ও রোভার লিডারবৃন্দ।

দামুড়হুদায় চুরির অপবাদে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে জখম, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা সাইকেল চুরির অপবাদ দেয়ায় আব্দুল খালেক (৭৫) নামে এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা

ঘটেছে।

এসময় তার কিশোর ছেলে সোহেল রানা (১১) কে মারধর করা হয়েছে। আহত পিতা-পুত্রকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল খালেকের মাথার ক্ষতস্থানে ৫-৭ টি সেলাই প্রদান করেন।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াই টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে এঘটনা ঘটে। পুলিশ এঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতরা হলেন, একই এলাকার জামাত আলীর স্ত্রী তুছরা বেগম (৩২) ও তার ছেলে শরিফ (২২)।

আহতরা হলেন, বড় দুধপাতিলা গ্রামের বসতিপাড়ার মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে আব্দুল খালেক (৭৫), ও তার ছেলে সোহেল রানা (১১)।

আহতের স্বজনদের দাবি, এক সপ্তাহ পূর্বে আব্দুল খালেকের বাড়ি থেকে দুটি বাইসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে। গোপন সুত্রে জানতে পারে ওই সাইকেল দুটি এলাকার শরিফ চুরি করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে চুরির ব্যাপারে শরিফের নিকট জানতে চাই আব্দুল খালেক। এতে শরিফের পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় আব্দুল খালেকের।

একপর্যায়ে বৃদ্ধ আব্দুল খালেককে বেধড়ক মারপিট করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং কোদাল দিয়ে মাথায় কোপ দেয় শরিফ। বাবাকে মারধর করতে দেখে কিশোর ছেলে সোহেল রানা প্রতিবাদ করলে তাকেও বেধড়ক মারধর করে তারা। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। ঘটনার সাথে জড়িত দুজনকে আটক করে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. উৎপলা বিশ্বাস আহত দুজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত। বৃদ্ধ খালেকের মাথায় ধারালো অস্ত্রের জখমের চিহৃ আছে। সেখানে ৫-৭ টা সেলাই প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর সোহেল রানার শরীরসহ তার অন্ডকোষে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তির

মেহেরপুরের গাংনী থেকে দুই মাদক কারবারী আটক ॥ ১২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

মেহেরপরের গাংনীর সীমান্ত গ্রাম কাজিপুর গ্রাম থেকে দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টীম তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

আটককৃতরা দীর্ঘদিন প্রশাসনের চোখ ফাকি দিয়ে মাদক কারবার করছিল। এরা হচ্ছে- গাংনীর কাজিপুর বাদিয়াপাড়ার মৃত সুলতানের ছেলে জাকির হোসেন (৪০) ও একই গ্রামের কলেজপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে পলাশ (২৮)। তাদেরকে মামলাসহ গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, আটককৃতরা বিক্রির উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে ফেনসিডিল মজুদ করেছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি টীম সেখানে অভিযান চালায়। এসময় তাদের বাড়ি থেকে ফেনসিডিল পাওয়া গেলে আটক করে মামলাসহ গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

মেহেরপুরে ১ মাস পর খুললো

[redacted]

[redacted]

তাদের শিক্ষারযেই ঘাটতি টা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যাবে।

৫ বছর আগে খুন হওয়া ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করলো পিবিআই

মেহেরপুরে খুন ও গুমের ৫ বছর পর রকিবুজ্জামান রিপন (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়ার একটি দল গত রবিবার গাজীপুর থেকে তাকে উদ্ধার করে।

উদ্ধার হওয়া রিপন মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের দত্তপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে। ২০১৭ সালে গাংনী উপজেলার ভরাট গ্রামে শশুরবাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হন রিপন। রিপনকে আজ মঙ্গলবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে বাবা মায়ের জিম্মায় দেন।

পিবিআই কুষ্টিয়ার পরিদর্শক মনিরুজ্জামান জানান, গাংনীর ভরাট গ্রামের আকবর হোসেনের মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে বিয়ে করে ঘরজামাই হিসেবে বসবাস করছিলেন রকিবুজ্জামান রিপন। তাদের ঘরে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ শুরু হওয়ায় ২০১৭ সালের ৮ জুলাই নিরুদ্দেশ হন রকিবুজ্জামান রিপন। রিপনের কোনো খোঁজ খবর না পাওয়ায় তার বাবা মনিরুল ইসলাম রিপনের স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং চাচা শ্বশুরের নামে মেহেরপুর আদালতে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে পুলিশ দীর্ঘদিন তদন্ত করে রিপনের কোনো হদিস পাননি। আদালত পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ না করে পিবিআইকে পুনতদন্তের নির্দেশ দেন।

মনিরুজ্জামান আরও জানান, রিপন মো. শরিফুল ইসলাম ছদ্মনাম ধারণ করে গাজীপুর শ্রীপুরে অবস্থান করেন। সেখানে ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেডে টেকনিশিয়ান পদে চাকরি নেন। গত বছরের মার্চে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মনমথ কুঠিপাড়ার সিরাজুল ইসলামের মেয়ে শিমলা আক্তারকে (২০) বিয়ে করেন। আদালতের নির্দেশনা পেয়ে পিবিআই কুষ্টিয়ার পুলিশ তদন্ত শুরু করেন এবং সোর্স নিয়োগ করে

খুঁজতে থাকেন রিপনকে। কয়েকদফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রিপনের পরিবার ও শশুর বাড়ির লোকজনকে। পরে রোববার ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলের সামনে থেকে তাকে আটক করে। সেখান থেকে মেহেরপুরে নিয়ে প্রাথমিক জবানবন্দি শেষে মঙ্গলবার তাকে আদালতে নেওয়া হয়।

গাংনীর ৩৫ জন অসুস্থ ব্যাক্তি পেল ত্রাণ তহবিলের অর্থ

মেহেরপুরের গাংনীতে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর- ২ আসনের সাংসদ সাহিদুজ্জামান তার বাসভবনে এ চেক বিতরণ করেন। ৩৫ জন রোগিকে ১৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন, উপজেলা স্বেচ্ছা সেবকলীগের আহবায়ক আবুল বাশার ও ইটভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান আতু।
চিকিৎসা সহায়তা পেয়ে অনেকেই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।